Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2025
DOI: https://doi.org/10.52805/bjit.v21i2.336

ইসলামে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সমতার দাবি: একটি পর্যালোচনা

(The demand for equal inheritance between men and women in Islam: A review)

Mohammad Sayedul Alam[1] Mohammad Anwarul Kabir[2]

ABSTRACT
This article critically analyzes the ongoing debate surrounding inheritance rights for women in Islam, investigating claims of inequity and exploring the possibility of a deliberate campaign against Islamic inheritance law. The study addresses the persistent demands for equal inheritance rights, exemplified by recent recommendations from the Women's Affairs Reform Commission in Bangladesh. By examining the foundational principles of Islamic inheritance law and the rationale behind the seemingly differential shares for men and women, this article seeks to determine whether women are truly disadvantaged. Descriptive, analytical and comparative methods have been adopted to prepare the article. The study has been able to prove that although it seems that Islam has given the share of property to men and women in the ratio of 2:1, yet in terms of real earnings, one share of women is more than two shares of men. Therefore, it can be said, only Islam has ensured the real status and ownership of inheritance for women.

KEYWORDS
Women's Commission, Bangladesh, Inheritance, Equal Inheritance, Gender Equality, Financial Responsibility, Family Structure, Legal Interpretation, Needs and Earnings.

সারাংশ

এই প্রবন্ধটি ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে চলমান বিতর্ক, বৈষম্যের দাবি তদন্ত এবং ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচারণার সম্ভাবনা অন্বেষণপূর্বক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে। এই গবেষণাটি বাংলাদেশের নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক সুপারিশগুলোর দ্বারা উদাহরণিত, অভিন্ন উত্তরাধিকারের জন্য চলমান দাবিগুলিকে সম্বোধন করে। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের মূলনীতি এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্যমূলক অংশের পিছনে যুক্তি পরীক্ষা করে, এই প্রবন্ধটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে যে নারীরা আসলেই সুবিধাবঞ্চিত কিনা।

[1] Assistant Professor of Arabic & Islamic Studies, National University, Gazipur
sayedul.cu97@gmail.com
[2] Associate Professor, Department of Arabic, National University, Gazipur

প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার জন্য বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং তুলনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় এটি প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, যদিও ইসলাম পুরুষ ও নারীকে ২:১ অনুপাতে সম্পত্তির অংশ দিয়েছে বলে মনে হয়, তবুও প্রকৃত আয়ের দিক থেকে নারীর এক অংশ পুরুষের দুই অংশের চেয়ে বেশি। অতএব, এটা বলা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র ইসলামই নারীদের জন্য উত্তরাধিকারের প্রকৃত মর্যাদা এবং মালিকানা নিশ্চিত করেছে।

মূলশব্দ: ***নারী কমিশন, বাংলাদেশ, উত্তরাধিকার, সমান উত্তরাধিকার, লিঙ্গ সমতা, আর্থিক দায়িত্ব, পারিবারিক কাঠামো, আইনি ব্যাখ্যা, চাহিদা এবং প্রাপ্তি।***

ভূমিকা

বহুল পরিচিত ফরায়েজ আইনই হলো ইসলামি শরিয়াহর উত্তরাধিকার আইন। মৃত ব্যক্তির জীবিত আত্মীয়-স্বজন হলো তার ওয়ারিশ। যারা মিরাস সম্পত্তির অংশীদার হন তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই থাকেন; তারা পরস্পর আত্মীয়। ইসলামি আইন অনুসারে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে কটি শর্ত রয়েছে তার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (আল-হাম্বলী, ১৩৮৯ হি.)। তাই ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে পালক পুত্র-কন্যা তাঁর পালক পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য একটি ইনসাফপূর্ণ উত্তরাধিকার নীতিমালা দিয়েছে। সেই নীতিমালার একটি মূলনীতি হলো "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে"। সম্প্রতি জনাব শিরীন পারভিন হকের নেতৃত্বধীন নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন 'সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক সংস্কার প্রস্তাবনা পেশ করেছে। এতে সব ধর্মের নারীদের জন্য উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করার সুপারিশ করা হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২০২৫)। এই সুপারিশ যথার্থ কি না, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং বাস্তবতার নিরিখে এর ন্যায্যতা কতটুকু তা একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রাক-ইসলামি যুগে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিলি-বন্টনের কোনো সুষ্ঠু নীতিমালা ছিল না এবং উত্তরাধিকারে নারীদের কোনো অংশ দেয়া হতো না। জাহিলি যুগে উত্তরাধিকার কেবল তাদেরই দেয়া হতো যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করত (কাসীর, ২০০০)। যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন নারীর জন্য ন্যায্য উত্তরাধিকার অংশ নির্ধারণ করে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। সমাজের আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ এই নীতিমালার বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল ইসলাম নারী ও শিশুকে অহেতুক অংশ দিচ্ছে যা তারা পাওয়ার যোগ্য নয় (কাসীর, ২০০০)। বর্তমান মুসলিম বিশ্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণে এক শ্রেণির মানুষ অতীতের মতো ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের বিরোধিতা করছে। তাদের দাবি হলো ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক মিরাস দিয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। বর্তমান সমাজ বাস্তবতার নিরিখে তা পর্যালোচনা করা ও অভিযোগের যথার্থতা যাচাই করা খুবই জরুরি। যাতে গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরা যায় এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণপূর্বক ইসলামি উত্তরাধিকার

নীতিমালা চালু হওয়ার পূর্বাপর পরিবেশ ও সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়। ইসলামি সমাজে নারীর চাহিদা, দায়িত্ব ও সংশ্লিষ্টতার নিরিখে প্রাপ্য উত্তরাধিকার অংশের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা নিরূপণ করা যায়। সর্বোপরি অভিযোগ ও অপপ্রচারের কারণে জনমনে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় এবং ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার যেন সঠিকভাবে আদায় করা হয় তার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা যায়।

নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে নারী কমিশনের সুপারিশ

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন-২০২৫ নারীর অধিকার নিয়ে অনেকগুলো সুপারিশ পেশ করেছে। এর মধ্যে কতিপয় সুপারিশ এমন আছে যেগুলো ইসলামি আইনে সমর্থনযোগ্য এবং নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আবার কতিপয় সুপারিশ এমন আছে যেগুলো ইসলামি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে ইসলামি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সংবিধান সংশোধন: সংবিধানে পরিবর্তন এনে নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান।

২. অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform family code): সকল ধর্মের নারীদের জন্য, বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধ্যাদেশ জারী করা (নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন, ২০২৫)।

নারী কমিশনের সুপারিশ বিশ্লেষণ

কমিশন সংবিধান সংশোধন করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। সংবিধান সংশোধনযোগ্য, তাই সংবিধান সংশো্ধন করতে কোনো বাধা নেই। সমস্যা হলো নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নে। এই সমতার স্লোগানের ভেতর নিহিত রয়েছে ইসলামের একটি মৌলিক আইন তথা উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের সুপারিশ। এটি দ্বিতীয় সুপারিশে "উত্তরাধিকার" শব্দটি উল্লেখ করে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। ইসলামি আইন অনুসারে একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পাবে। এ আইন যেহেতু পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে তাই এটি পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের সমাজে ইসলামে নির্ধারিত উত্তরাধিকার অংশ ঠিকমতো আদায় করা হয় না। নানা কৌশলে নারীকে বঞ্চিত করা হয় বা সামাজিক কুসংস্কারের কারণে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে কমিশন উত্তরাধিকার অংশ ঠিকমতো আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ না করে, সেখানে পুরুষের সমান অংশ দাবি করে নারীকে আরো বেশি পুরুষের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনের বিধানকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আমাদের দেশে নারী শুধু উত্তরাধিকার নয়, বরং মহরানার অধিকার, ভরণপোষণের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। বিয়ের সময় নারীর জন্য যে মহরানা নির্ধারিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি আদায় করা হয় না। বিয়ের সময় মহরানা বা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত স্বর্ণসহ মূল্যবান জিনিসপত্র বিয়ের পর আবার স্বামী বা শ্বশুরালয়ের লোকজন কর্তৃক ফেরত নেওয়ার নজিরও কম নয়। অনেকসময় ঠিকমতো খোরপোষ দেয়া হয় না। অনেক সময় বিয়ে বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর প্রাপ্য মহরানা ও দাবিগুলো পরিশোধ করা হয় না। আবার কখনও স্থানীয় ও বিচারিক আদালতে নারীকে নানা ধরণের হয়রানীর শিকার

হতে হয়। অথচ ঠিক মতো মহরানা আদায়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বঞ্চনার বিষয়ে কমিশনের কোনো সুপারিশ আসেনি। পাশ্চাত্য মোড়কে নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি যতই জোরালো হচ্ছে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার সূচক ততই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এমতাবস্থায় নারী না পাচ্ছে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার, না পাচ্ছে পাশ্চাত্য মোড়কের সমান অধিকার। এছাড়া সকল ধর্মের নারীদের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইনের সুপারিশ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক ব্যবস্থাকে চরম ঝুঁকিতে ফেলার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

নারী ও পুরুষের আলাদা স্বকীয়তা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো যিনি সবচেয়ে বেশি অবগত রয়েছেন তিনিও আল্লাহ। তিনি আসমানি বিধান নাযিল করেছেন মানব জাতির হিদায়ত ও কল্যাণের জন্য, শুধুমাত্র পুরুষের কল্যাণের জন্য নয়। নারীর তুলনায় পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়ার অভিযোগ তোলা মানে আল-কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি মানুষের কল্যাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে শরিয়তের কিছু বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য বিধানের তারতম্য করেছেন আল্লাহ নিজেই। আর তাও করেছেন উভয়ের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। আল্লাহর দেয়া বিধানগুলো যে সব দলিল দ্বারা সাব্যস্ত তা কাত‘য়ী পর্যায়ের। কাত‘য়ী দলিলগুলো অকাট্য, যার কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে ছেলে-মেয়ের অংশ সংক্রান্ত বিধানটিও অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। তাই এই বিধানের কোনো হেরফের করা অসম্ভব। নারী ও পুরুষের নির্ধারিত কাজ, দায়িত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও পরিসর বিবেচনায় যার প্রাপ্যতা যতটুকু যুক্তিযুক্ত- সে আলোকেই সম্পদ বরাদ্দ করে আল্লাহ তা‘আলা উত্তরাধিকার বিধান নাযিল করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে কারো ব্যক্তিগত বিবেচনায় এটি অন্যায্য মনে হলেও আল্লাহর দেয়া বিধানের পেছনে নিশ্চয় তাঁর বিশেষ হিকমাত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা বাঞ্চনীয়। সুতরাং তাঁর দেয়া বিধানই ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণকর ও বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

> আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। (৪, সূরা নিসা : ১১)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাক-ইসলামি সমাজে নারীর কোনো উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। তদস্থলে ইসলাম নারীকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম শুধু নারীকে উত্তরাধিকার দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাকে বঞ্চিত করার অন্য সব উপায়ও বন্ধ করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নারীকে বঞ্চিত করে সব সম্পদ বা অধিকাংশ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করতে বা ওয়াকফ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হযরত সা’দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের (রা) বর্ণিত হাদিসে দেখা যায়,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي

إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ " لاَ ". قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ " الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

> আমের ইবনু সা'দ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগ কী পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র মেয়ে। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দেব? তিনি বললেন না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান কর। এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশি। তুমি তোমার সন্তানদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তাদেরকে নিঃস্ব রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম; যে অবস্থায় তারা অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করে (বুখারী, ২০১২)।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের লক্ষ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

আয়াতে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ মিরাস প্রদানে পুরুষকে নারীর ওপর প্রাধান্য দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং পারিবারিক কাঠামো এবং ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ এবং মহিলার দায়িত্বভার, ভারসাম্যতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই এর উদ্দেশ্য। কেননা, বিয়ের পর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ব্যয়ভার পুরুষ বহন করেন। অপরদিকে স্ত্রীর ওপর স্বামী, সন্তান বা অন্য কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং একজন পুরুষ ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার পারিবারিক কাঠামোতে মহিলার ব্যয়ভারের চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ ব্যয়বার বহন করতে আইনগতভাবে বাধ্য। তাছাড়া প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর জন্য সম্পদের মালিকানা অর্জনের উৎস পুরুষের তুলনায় প্রশস্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একজন পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও নিজের উপার্জিত সম্পদের মালিক হন। পক্ষান্তরে একজন মহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও নিজের উপার্জিত সম্পদ ছাড়াও মহরানার মালিক হন। মহরানা হলো পুরুষের জন্য ব্যয়ের খাত এবং মহিলার জন্য আয়ের উৎস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

> তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা বিয়ে করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। (৪, সূরা নিসা : ২৪)

নারীর উত্তরাধিকার নির্ধারণের প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তা'আলা নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি সময়ে বিধান নাযিল করেছিলেন যখন তাদের সামাজিক মর্যাদা কিংবা অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিধান নাযিলের পর অনেকেই এ বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং উত্তরাধিকারে নারীর অংশ সাব্যস্ত না করার পক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপন করে। যেমন হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

عن ابن عباس قوله : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض ، للولد الذكر والأنثى والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ، ولا يحوز الغنيمة . . . اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله

عليه وسلم ينساه ، أو نقول له فيغير، فقال بعضهم : يا رسول الله ، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ، ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا . . . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا.

> হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী : (আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক ছেলে পাবে, দুই মেয়ের অংশের সমান) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছেলে, মেয়ে এবং মা-বাবার জন্য ফরায়েজের বিধান অবতীর্ণ হয়, তখন মানুষ অথবা তাদের কেউ কেউ তা অপছন্দ করে এবং বলে: স্ত্রীকে এক চতুর্থাংশ অথবা অষ্টমাংশ, মেয়েকে অর্ধেক, এমনিভাবে ছোট শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেয়া হচ্ছে; অথচ তাদের কেউ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, গণিমতের মাল আহরণ করে না। তারা কীভাবে সম্পত্তির অংশ পেতে পারে?... তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকো, হয়তো আল্লাহর রাসূল (সা.) এটা ভুলে যাবেন, অথবা আমরা তাঁকে এটি পরিবর্তন করতে বলব। তাদের কেউ কেউ বলল: হে আল্লাহর রাসূল (স.), পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয়, অথচ সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মিরাস দেয়া হয়, অথচ সে কোনো কাজেই আসে না। ... জাহেলি যুগে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতো একমাত্র তাদেরকেই সম্পত্তিতে ভাগ দেয়া হতো। আর বয়স্কদের গনিমতের মালে প্রাধান্য দেয়া হতো। এ হাদিসটি ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে জারিরও বর্ণনা করেছেন (শহীদ, ২০১১)।

এটি ছিল ইসলামি উত্তরাধিকার নীতিমালার বিপক্ষে তৎকালীন এক শ্রেণির আরববাসীর যুক্তি-তর্ক। তাদের বক্তব্য ছিল ইসলাম নারী ও শিশুকে অহেতুক অংশ দিচ্ছে যা তারা পাওয়ার যোগ্য নয়। তারা ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিমালার বিরোধিতা করেছে। আধুনিক যুগেও সেইরূপ এক শ্রেণির বিরোধিতাকারীর জন্ম হয়েছে, যারা বিরোধিতা করছে ভিন্ন দাবিতে, ভিন্ন পদ্ধতিতে। তাদের দাবি হলো ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক মিরাস দিয়েছে, নারীকে ঠকিয়েছে। দুদলের দুই বিপরীতমুখী যুক্তির কোনটিই বাস্তবতার ধোপে টেকে না। সুতরাং ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে প্রদত্ত নারীদের অংশ অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত। শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগে নয়, বর্তমানেও নারীর অধিকার সংক্রান্ত এ বিধানটি বাস্তবায়ন করতে অনেকে কার্পণ্য করে বা নানা ছলচাতুরি ও কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যেখানে অর্ধেক অংশ আদায় করতে কার্পণ্য করে সেখানে সমান অংশ দাবি করে নারী-পুরুষের মনে বাপিত পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজকে মহীরুহে রূপান্তর করার প্রয়াস বলে মনে হয়।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের যৌক্তিকতা

ইসলামি আইনে উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব তুলনা করলে দেখা যায়, একজন পুরুষ স্ত্রী, কন্যা, মা ও বোন তথা চারজন নারীর দায়িত্ব পালন করেন। পক্ষান্তরে একজন নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্ত্রী হিসেবে তার স্বামী,

কন্যা হিসেবে তার বাবা, মা হিসেবে তার ছেলে এবং বোন হিসেবে তার ভাই পালন করেন। সুতরাং নারী তার স্বামীর ঘরে থাকুক বা বাবার ঘরে, ছেলের ঘরে থাকুক বা ভাইয়ের ঘরে- সর্বত্রই নিজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব শূন্য। তথাপি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হওয়ায় কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে বাবার সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশ প্রদান করে জাহিলী বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং নারী হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ: একজন লোক তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যান। ছেলেটি কিছুদিন পর বিয়ে করলো। বিয়ের সময় সে স্ত্রীর মহরানা পরিশোধ করলো এবং বিয়ের অন্যান্য ব্যয়ভার নির্বাহ করলো। বিয়ের পর স্ত্রীর বসবাসের জন্য একটি ঘর প্রয়োজন হলো। স্ত্রী সংসারে আসার পর তিন জনের স্থলে পরিবারের সদস্য চারজন হলো। ছেলেটিকে তার মা, বোন ও স্ত্রীসহ চার সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ বহন করতে হলো। এটি ইসলামের পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব।

অন্যদিকে, কিছু দিন পর বোনের বিয়ে হলো। সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পেলো। স্বামীর সংসারে চলে যাওয়ার পর স্বামী তার যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিল। তার কাছে যত সম্পদই থাকুক না কেন সে তার পরিবারের জন্য কানাকড়ি খরচ করতেও বাধ্য নয়। যদিও ইচ্ছা করলে সে খরচ করতে পারে, তবে সেটি বাধ্যবাধকতার আওতায় পড়ে না। ইসলামি শরিয়াহ সংসারের ভরণপোষণের মূল দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে স্বামীর ওপর। স্ত্রী ধনী হোক বা গরিব, তাকে তার স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যের আলোকেই জীবন যাপন করতে হয়, এটাই হলো চরম সত্য। আর স্বামীকেও তার সাধ্যমতো স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে হয়। এতে কোনো কার্পণ্য করা যায় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

> সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে। আর যার রিযক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশি। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন। (৬৫, সুরা আত-তালাক : ৭)

ছেলে ও মেয়ের সম্পদপ্রাপ্তি ও স্থিতির হিসাব

উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১৮ লক্ষ টাকা। প্রথমেই স্ত্রী তাঁর ফরজ অংশ এক ষষ্ঠাংশ হিসেবে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন। বাকি ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ছেলে দুই অংশ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে এক অংশ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা পাবে। তাদের উত্তরাধিকারসহ অন্যান্য প্রাপ্তি এবং দায়ের বিবরণ নিচে পেশ করা হলো:

সারণি ১ : পিতার মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়ের প্রাপ্তি ও দায়ের নমুনা

ক্রম	বিবরণ	ছেলের প্রাপ্তি	মেয়ের প্রাপ্তি
১.	মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত মিরাস	১০,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
২.	বিয়ের সময় মহরানা	-২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
৩.	বিয়ের অন্যান্য খরচ	-২,০০,০০০/-	---
৪.	স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের জন্য ঘর তৈরি খরচ	-২,০০,০০০/-	---
৫.	বিয়ের উপহার সামগ্রী	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
৬.	বছরে সাংসারিক খরচ	-২,০০,০০০/-	---
	বছর শেষে মোট স্থিতি	২,৫০,০০০/-	৭,৫০,০০০/-

এই পর্যালোচনায় দেখা যায়, বছর শেষে ছেলের জমা ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা), আর মেয়ের জমা ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)। ছেলে ও মেয়ের জমা টাকার অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ৩। অর্থাৎ একজন মেয়ে একজন ছেলের তিনগুণ সঞ্চয় করতে পারে। আর যদি ছেলে ও মেয়ের মোট প্রাপ্য ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ টাকা) এর অর্ধেক মেয়ের প্রাপ্য ধরা হয় সে ক্ষেত্রেও মেয়ে পায় ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)। যা তার বর্তমান হিসাবের আলোকে প্রাপ্তির সমান। সুতরাং কোনো ভাবেই মেয়ে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না, বরং লাভবান হয়।

এটা তো কেবল এক বছরের আয়-ব্যয়ের সারণি। পরবর্তী বছরগুলোতে পুরুষের জন্য ক্রমশ বাড়তি চাপ ও দায়বদ্ধতা যোগ হতে থাকে। যেমন:

১. পরিবার যখন বড় হয়, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পায়, তখন পুরুষের (স্বামী বা পিতা) দায় আরো বাড়তে থাকে।

২. কারো কারো সংসারে তো বৃদ্ধ পিতা-মাতা সাথে থাকেন। সাধারণত বৃদ্ধলোকের চিকিৎসা খরচসহ ভরণপোষণ খরচ অন্যদের তুলনায় বেশি হয়।

৩. বিয়ের পর ভাই-বোনের শ্বশুর বাড়ির নতুন দুটি পরিবার তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ দুই পরিবারের আত্মীয়তা রক্ষা করা, মেহমানদারি করা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খরচ নতুনভাবে যুক্ত হয় যা ভাইকে বহন করতে হয়, বোনকে নয়।

৪. কখনও দুর্ভাগ্য বশত বোনের সংসার ভেঙ্গে গেলে তখনও তাকে ভাইয়ের সংসারে এসে আশ্রয় নিতে হয়। কারণ একজন মহিলার পক্ষে একাকী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এক্ষেত্রে তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও নিরাপত্তা দুটোই ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

৫. আবার এমনও অনেক পুরুষ রয়েছে যার সংসারে তার নিজের বা স্ত্রীর এমন ছোট-ভাই বোনকে সাথে রাখতে হয়, যারা উপার্জন করতে পারে না।

৬. পাশাপাশি দুর্বল আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা করার দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তায়।

৭. পাড়া প্রতিবেশী ও আশেপাশের অসহায় মানুষের প্রতিও খেয়াল রাখতে হয় পুরুষদেরকে।

৮. সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ- যেমন মসজিদ, মাদরাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারে পুরুষদেরকে ভূমিকা পালন করতে হয়, যেসব কাজে আর্থিক দায়বদ্ধতা থাকে।

অন্যদিকে একজন নারীর জন্য ইসলাম এসব কাজের কোনটিকেই বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। তবে তিনি চাইলে নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ করার জন্য নফল সাদকা হিসেবে এসব ক্ষেত্রে খরচ করতে পারেন।

সর্বদা নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায় তাও সঠিক নয়

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে সবক্ষেত্রেই নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পায় তাও কিন্তু সঠিক নয়। কখনো তারা পুরুষের সমপরিমাণ, আবার কখনো পুরুষের চেয়ে বেশি সম্পদ লাভ করেন। যেমন:

১. নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকার

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অংশ লাভ করেন। নিচে তার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

ক) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন: কোনো লোক তার বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ রেখে মারা গেলে এবং মা-বাবা ও সন্তান না থাকলে, তারা পুরুষ হোক বা নারী মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদে সমান অংশ পান। বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন যদি একজন হয় তিনি উত্তরাধিকার সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ পান। আর যদি বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একাধিক হয় তাহলে তারা এক তৃতীয়াংশে সম-অংশীদার হন।
মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اِنۡ كَانَ رَجُلٌ يُّوۡرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امۡرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوۡ اُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنۡ كَانُوۡۤا اَكۡثَرَ مِنۡ ذٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِی الثُّلُثِ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِیَّۃٍ یُّوۡصٰی بِهَاۤ اَوۡ دَیۡنٍ ۙ غَیۡرَ مُضَآرٍّ

> আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নেই এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা একাধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। (৪, সুরা আন-নিসা : ১২)

উদাহরণ

এক ব্যক্তি ৬ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে দুই মেয়ে, এক বৈপিত্রেয় ভাই ও এক বৈপিত্রেয় বোন জীবিত আছেন। এ অবস্থায় বৈপিত্রেয় ভাই-বোন প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা করে পাবেন।

সারণি ২ : বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সমপরিমাণ সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

২ মেয়ে	বৈপিত্রেয় ভাই	বৈপিত্রেয় বোন
২/৩	১/৬	১/৬
৪,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

খ) মা-বাবা: কোনো লোক তার মা-বাবা ও পুত্র রেখে মারা গেলে মা-বাবার প্রত্যেকেই মৃতের সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ পাবেন। যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান। মহান আল্লাহ বলেন:

وَ لِاَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ

> আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি মৃতের সন্তান থাকে। (৪, সুরা আন-নিসা : ১১)

উদাহরণ

এক ব্যক্তি ৬ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে মা-বাবা ও এক ছেলে জীবিত আছেন। এ অবস্থায় মা ও বাবা প্রত্যেকেই এক লক্ষ টাকা করে পাবেন।

সারণি ৩ : মা-বাবা সমপরিমাণ সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

ছেলে	মা	বাবা
২/৩	১/৬	১/৬
৪,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

গ) দাদা-দাদি

মৃত ব্যক্তির দাদি হোক বা নানি, একজন হোক বা একাধিক সর্বাবস্থায় এক ষষ্ঠাংশ সম্পদের ওয়ারিশ হবেন। পবিত্র কুরআনে দাদি বা নানির ওয়ারিশত্ব নিয়ে কোনো বিধান দেয়া হয়নি। তবে তাদের ওয়ারিশত্ব সাব্যস্ত হয়েছে সুন্নাহর মাধ্যমে। যেমন হাদিসে এসেছে:

عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى، إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شئ. وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض شيئا. ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما. وأيتكما خلت به فهو لها. (كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٥١٣)

> কুবাইসা ইবনে যুয়াইব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক দাদি আবু বকর আল-সিদ্দিকের (রা.) কাছে তার নাতি বা নাতনির উত্তরাধিকার তলব করতে আসলেন। আবু বকর (রা.) তাকে বললেন: আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছুই নেই। আমি আল্লাহর রাসূলের (স.) সুন্নাহ সম্পর্কে কিছুই জানি না। এখন ফিরে যাও, যাতে আমি লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি। তাই তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন। আল-মুগীরা বিন শু'বা বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন দাদিকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আবু বকর বললেন: তোমার সাথে আর কেউ কি ছিল? তারপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা আল-আনসারি উঠে দাঁড়ালেন এবং আল-মুগীরার কথা মতোই বললেন। আবু বকর আল-সিদ্দিক তার জন্য এটি সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর অন্য দাদি (অর্থাৎ নানি) ওমর বিন আল-খাত্তাবের কাছে এসে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বললেন: আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছুই নেই। আর যে রায় দেয়া হয়েছে তা তোমার জন্য ছাড়া অন্য কারো জন্য ছিল। ফরয অংশে কিছু যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু এটা সেই ছয় ভাগের একভাগ। যদি তোমরা একত্রে দাবিদার হও, তাহলে সেটা তোমাদের দুজনের মধ্যেই হবে। তোমাদের মধ্যে যে তার সাথে একা ওয়ারিশ হবে, সেটি তার (মালিক, ২০১৬)।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির যদি একজন ছেলে, ছেলের ছেলে অথবা তার চেয়ে অধস্তন ওয়ারিশ থাকে, তাহলে দাদা (বাবার বাবা) মৃতের সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন, যা দাদির অংশের সমান। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় দাদা ও দাদি এক ষষ্ঠাংশ করে মৃতের সম্পদের ওয়ারিশ হবেন। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত রয়েছে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ، قَالَ: قَتَادَةُ: أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ

> ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, "আমার পৌত্র মারা গেছে। এখন আমি কি তার মিরাস পাবো?" তিনি বললেনঃ "তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ"। সে চলে যাওয়ার সময় তিনি তাকে ডেকে বললেনঃ "তুমি আরো এক-ষষ্ঠাংশ পাবে"। অতঃপর সে যখন আবার চলে যাচ্ছিল তখন তাকে ডেকে বললেনঃ "তুমি অতিরিক্ত ষষ্ঠাংশ উপহার হিসেবে পেয়েছো"। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, এটা সুস্পষ্ট জানা নেই কখন সে এক-ষষ্ঠাংশ পায় (আর কখন এক-তৃতীয়াংশ)। কাতাদাহ বলেন, দাদার সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ (আবুদাউদ, ২০০৬)।

অন্য হাদিস শরিফে বর্ণিত রয়েছে:

عن عمرَ أنَّه قالَ : أيُّكم يعلمُ ما ورَّثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الجدَّ ؟ فقالَ مَعقلُ بنُ يسارٍ : أنا ، ورَّثَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ السُّدسَ ، قالَ : معَ مَن ؟ قالَ : لا أدري ، قالَ : لا درَيتَ ، فما تُغني إذًا.

> ’উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদার মিরাস কতটুকু করেছেন তা তোমাদের মধ্যে কার জানা রয়েছে? মা’কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) বললেন, আমি অবহিত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ওয়ারিসের সাথে? মা’কিল (রা.) বললেন, তা আমি জানি না। তিনি (’উমার) বললেন, তা না জানলে তোমার কথায় কোনো লাভ নেই (আবুদাউদ, ২০০৬)।

উপরোক্ত হাদিসসমূহের প্রেক্ষিতে ইমামগণ কয়েকটি সমাধান দিয়েছেন যেগুলোর একটি পদ্ধতিতে এসে দাদা ও দাদির অংশ সমান হয়ে যায়। আর তা হলো দাদা যখন শুধু ফরয অংশ পায় তখন দাদির সাথে মিলে যায়। তখন তারা উভয়েই ছয় ভাগের এক অংশ করে পান। যেমন ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রা.) বলেন,

وعلى أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس والباقي للابن ، وكذا لو ترك جدة لأبيه وابنا ، وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب الفروض بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل بالعول أم لا.

> আর যদি কেউ একজন পুত্র এবং একজন পিতা রেখে মারা যান, তাহলে পিতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং বাকি অংশ পাবে পুত্র। আর একইভাবে যদি সে একজন দাদি এবং একজন পুত্র রেখে যান তখন দাদি পাবে এক-ষষ্ঠাংশ, এবং দাদাও ফরয অংশের অধিকারীদের সাথে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন, ঠিক যেমন পিতা পান এক-ষষ্ঠাংশ, এটি আউল হোক বা না হোক (আল-আসকালানী, ২০০০)।

উদাহরণ
এক ব্যক্তি ৬ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে দাদা-দাদি ও এক ছেলে জীবিত আছেন। এ অবস্থায় দাদা ও দাদি প্রত্যেকেই এক লক্ষ টাকা করে পাবেন।

সারণি ৪: দাদা-দাদি সমপরিমাণ সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

ছেলে	দাদি	দাদা
২/৩	১/৬	১/৬
৪,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

২। নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশি
ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নারীরা শুধু পুরুষের সমান নয় বরং আরো বেশি পেয়ে থাকেন। নিচে তার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

ক) দাদা-দাদি: যদি কোনো মহিলা স্বামী, বোন ও দাদা-দাদি রেখে মারা যান তখন দাদি ফরয অংশের মালিক হন আর দাদা আসবা হওয়াতে সম্পদ অবশিষ্ট না থাকায় বঞ্চিত হন (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকায় স্বামী সম্পত্তি পান অর্ধেক,

বোন পান অর্ধেক, দাদি পান এক-ষষ্ঠাংশ (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। দাদা আসবা হিসেবে ফরয অংশ বন্টনের পর সম্পদ অবশিষ্ট না থাকায় বঞ্চিত হবেন। যেহেতু ফরয অংশগুলো $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$ যোগ করলে $\frac{7}{6}$ হয়, যা মূল অংশের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় আউল[3] হবে। ফরয অংশ বন্টনের পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকায় দাদা বঞ্চিত হবেন। এ ক্ষেত্রে দাদি এক-ষষ্ঠাংশ পেলেও দাদা বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং দাদির প্রাপ্তি $\frac{1}{6}$ অংশ আর দাদার প্রাপ্তি শূন্য।

উদাহরণ

এক মহিলা ৭ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে স্বামী, বোন ও দাদা-দাদি জীবিত আছেন। এ অবস্থায় দাদি এক লক্ষ টাকা পেলেও দাদা বঞ্চিত হবেন।

সারণি ৫ : দাদার চেয়ে দাদি বেশি সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

স্বামী	বোন	দাদি	দাদা
১/২	১/২	১/৬	বঞ্চিত
৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	---

খ) মা-বাবা

(i) যদি কোনো মহিলা স্বামী, বোন ও মা-বাবা রেখে মারা যান তখন মা ফরয অংশের মালিক হন আর বাবা আসবা হওয়াতে সম্পদ অবশিষ্ট না থাকায় বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে সন্তান না থাকায় স্বামী সম্পত্তি পান অর্ধেক, বোন পান অর্ধেক, মা পান এক-তৃতীয়াংশ। বাবা আসবা হওয়ায় ফরয অংশ বন্টনের পর সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে পাবেন আর না থাকলে পাবেন না (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। যেহেতু ফরয অংশগুলো $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ যোগ করলে $\frac{8}{6}$ হয়, যা মূল অংশের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় আউল হবে। ফরয অংশ বন্টনের পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকায় বাবা বঞ্চিত হবেন। এ ক্ষেত্রে মা এক-তৃতীয়াংশ পেলেও বাবা বঞ্চিত হচ্ছেন।

[3] কোনো কোনো সময় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নির্ধারিত অংশগুলোর সমষ্টি তার রেখে যাওয়া মোট সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত অংশ অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ হতে আনুপাতিক হারে কমিয়ে বন্টন করার প্রক্রিয়াকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে 'আউল বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক মহিলা স্বামী ও দুই বোন রেখে মারা যান। তার সম্পত্তি হিসেবে ৪২০০০ টাকা রয়েছে। ওয়ারিশদের মধ্যে স্বামী তার নির্ধারিত অংশ হিসেবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক তথা ২১,০০০ টাকা প্রাপ্য। পক্ষান্তরে দুই বোন তাদের নির্ধারিত অংশ হিসেবে মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তথা ২৮,০০০ টাকা প্রাপ্য। স্বামী ও দুই বোনের প্রাপ্য অংশ যোগ করলে দাঁড়ায় ৪৯,০০০ টাকা যা মৃত মহিলার রেখে যাওয়া মোট টাকার চেয়ে ৭,০০০ টাকা বেশি। এই ৭,০০০ টাকা আনুপাতিক হারে ওয়ারিশদের থেকে কমিয়ে স্বামী (২১০০০-৩০০০) = ১৮০০০ টাকা এবং দুই বোন (২৮০০০-৪০০০) = ২৪০০০ টাকা পাবেন। এভাবে 'আউল' এর মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত অংশগুলো কমানো হবে, যাতে তাদের মোট অংশ মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির সমান হয়।

উদাহরণ

এক মহিলা ৭ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে স্বামী, বোন ও মা-বাবা জীবিত আছেন। এ অবস্থায় মা এক লক্ষ টাকা পেলেও বাবা বঞ্চিত হবেন।

সারণি ৬.১ : বাবার চেয়ে মা বেশি সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

স্বামী	বোন	মা	বাবা
১/২	১/২	১/৬	বঞ্চিত
৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	---

(ii) যদি কোনো লোক তার বোন ও মা-বাবা রেখে মারা যান তখন সন্তান না থাকায় মা মৃতের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ, বোন অর্ধাংশ, বাবা আসবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের মালিক হন (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। যেহেতু বোন ও মায়ের ফরয অংশগুলো $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ যোগ করলে $\frac{5}{6}$ হয়। অবশিষ্ট থাকে $\frac{1}{6}$, যা বাবা পাবেন। অর্থাৎ মা পাবেন এক-তৃতীয়াংশ এবং বাবা পাবেন এক ষষ্ঠাংশ। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মা তার বাবার চেয়ে বেশি সম্পদ পান।

উদাহরণ

এক ব্যক্তি ৬ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে বোন ও মা-বাবা জীবিত আছেন। এ অবস্থায় মা দুই লক্ষ টাকা পেলেও বাবা পাবেন এক লক্ষ টাকা।

সারণি ৬.২ : বাবার চেয়ে মা বেশি সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

বোন	মা	বাবা
১/২	১/৩	১/৬
৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

গ) ভাই-বোন: যদি কোনো মহিলা স্বামী, বোন ও সৎভাই রেখে মারা যান তখন সন্তান না থাকায় স্বামী পান সম্পত্তির অর্ধেক, বোন পান অর্ধেক, সৎভাই পান এক-ষষ্ঠাংশ (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। ফরয অংশগুলো $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$ যোগ করলে $\frac{7}{6}$ হয়, যা মূল অংশের চেয়ে বেশি হওয়ায় আউলের মাসআলা হবে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বোন অর্ধেক এবং ভাই এক ষষ্ঠাংশ পান। অর্থাৎ ভাইয়ের চেয়ে বোন সম্পত্তি বেশি পান।

উদাহরণ

এক মহিলা ৭ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। ওয়ারিশ হিসেবে স্বামী, বোন ও সৎভাই জীবিত আছেন। এ অবস্থায় বোন তিন লক্ষ টাকা পেলেও ভাই পাবেন এক লক্ষ টাকা।

সারণি ৭ : বাবার চেয়ে মা বেশি সম্পত্তি পাওয়ার নমুনা

স্বামী	বোন	সৎভাই
১/২	১/২	১/৬
৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

এভাবে আরো অনেক পদ্ধতি হতে পারে যেখানে সমস্তরের নারী-পুরুষ সমান সম্পত্তি পান বা পুরুষের চেয়ে নারী বেশি পান।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অন্যান্য আইন ও বিধানের মতো নারীর জন্য পৈতৃক সম্পত্তিতে যৌক্তিক অধিকারের সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছে। "নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতিনীতি এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি আল্লাহর কল্যাণকামিতা ইত্যাদি বিবেচনায় ইসলামি শরিয়ত কিছু বিষয়ে নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রদান করেছে। তাই প্রত্যেকের নির্ধারিত কাজগুলো করার জন্য যতটুকু প্রাপ্যতা যুক্তিযুক্ত ইসলামি শরিয়ত সে আলোকেই সম্পদ বন্টন করেছে" (কারযাভী, ২০২৪, p. ২৩)। উক্ত বন্টন নীতিমালার আলোকেই পুরুষ এবং নারী উভয়েই পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ লাভ করবে। ইসলামের ফরায়েজ নীতিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মা-বাবার সম্পত্তিতে কন্যার, নিঃসন্তান ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের, সন্তানের সম্পত্তিতে মায়ের, পৌত্রের সম্পত্তিতে দাদির, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর, এভাবে আট প্রকার নারীর উত্তরাধিকার সাব্যস্ত রয়েছে (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। এমনকি নপুংসক বা হিজড়া হলেও উত্তরাধিকার পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে (আজীজ, ১৯৮০)। যেখানে প্রাক-ইসলামি যুগে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকারই স্বীকৃত ছিল না, বর্তমানেও ইসলামের তুলনায় অন্যান্য প্রচলিত ধর্মে নারীর কাঙ্ক্ষিত অধিকার স্বীকৃত নয়। ইসলাম নারীর জন্য ন্যায্য ও সুষম উত্তরাধিকার নীতিমালা প্রদানের পরও কতিপয় তথাকথিত প্রগতিশীল নারীবাদী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান কেবল ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রপাগান্ডা হিসেবে এ অভিযোগ অব্যাহত রেখেছেন, যার কোনো ভিত্তি নেই।

উত্তরাধিকার থেকে নারীর বঞ্চিত হওয়ার দিকসমূহ

ইসলাম নারীকে যে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে সমাজে তাও ঠিক মতো কার্যকর করা হয় না। এ ক্ষেত্রে সমাজে কিছু প্রবণতা দেখা যায় যা শরিয়ত সমর্থন করেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামাজিক কুসংস্কার, পারিবারিক কলহ, ব্যক্তিগত রেশারেশি, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর অসহায়ত্ব, সম্পদের লোভ এবং সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কারণে মহিলারা বাবার সম্পত্তি বা মায়ের সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হন। সর্বোপরি ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতা ও বান্দাহর হকের প্রতি অসর্তকতা এ বঞ্চনাকে আরও বেগবান করেছে। নিচে উত্তরাধিকার থেকে নারীর বঞ্চিত হওয়ার কতিপয় বিশেষ দিক তুলে ধরা হলো:

ক) কুসংস্কার

১. নারীদের অনেকেই মনে করেন, এ সম্পদ অস্পৃশ্য, অশুচি, অশুভ, অপবিত্র ও অমঙ্গলজনক। বাবার বাড়ির সম্পত্তি আনলে তারা হয়ে যাবেন গরিব, অসহায় ও ছোট মনের অধিকারী! সুতরাং ওয়ারিশি সম্পত্তিতে অধিকার দাবি করা তো দূরের কথা; ভাইয়েরা দিতে চাইলেও তারা তা গ্রহণ করাকে অপরাধ বা ছোটলোকী মনে করেন।

২. তারা আরও মনে করেন, মা-বাবার ওয়ারিশি সম্পত্তি গ্রহণ করলে ভাইদের থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, তাদের কাছে দাঁড়ানোর নৈতিক অধিকার হারাবেন। এককথায় বাবার বাড়ির সম্পত্তি নিলে যেন তিনি পর হয়ে যাবেন। সামাজিক প্রবণতার বাস্তবতায় অনেক এলাকায় তার জাজ্বল্যমান নজিরও দেখা যায়। বোন বা ফুফুরা যদি তাদের ওয়ারিশি হক নিয়ে যান, তাহলে তাদের বাবার বাড়ি আসা বা বেড়ানোর অধিকার সীমিত হয়ে যায়। অথবা বেড়াতে আসলেও আদর-কদর আগের মতো থাকে না। যার ফলে আমাদের মা-বোনেরা বাপের বাড়ির ওয়ারিশি সম্পত্তি নিতে আগ্রহী হন না। সমাজের এ প্রবণতা ঠিক নয়। ইসলাম একে সমর্থন করে না। ভাইয়ের যেমন মা-বাবার সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার রয়েছে, তেমনি বোনেরও রয়েছে। ওয়ারিশি সম্পত্তির অংশ বোনের জন্য আল-কুরআন প্রদত্ত ফরয অধিকার।

খ) স্বেচ্ছায় উত্তরাধিকার ত্যাগ

অনেক সময় দেখা যায়, বোন শ্বশুর বাড়িতে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকেন কিংবা ভাই থেকে বেশি সম্পদশালী হয়ে থাকেন। এ অবস্থায় কখনও কখনও বোন মনে করেন, বাবার সম্পত্তিতে তার যে অধিকার রয়েছে তা নেবেন না। ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার অংশ ভাইকে দিয়ে দেন। এটি বোনের পক্ষ থেকে ভাইকে দেয়া হাদিয়া বা উপহার হিসেবে গণ্য হবে। ভাইয়ের জন্য সেটা ভোগ করা হালাল বা জায়েজ। তবে শর্ত থাকে যে, ভাইকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে বোন ওয়ারিশি সম্পত্তি কেন নিচ্ছেন না। তার বোন কি প্রকৃত অর্থে নিজের সচ্ছলতা ও ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য এ সম্পত্তি নিচ্ছে না, নাকি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের কারণে বা তার খোঁজখবর নেওয়া হবে না এ আশঙ্কায় নিচ্ছে না? এটা জানা ভাইয়ের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি এটি কুসংস্কার বা সম্পর্কচ্ছেদের আশঙ্কায় হয়, তাহলে বোনকে বোঝাতে হবে যে, ভাই হিসেবে তার প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে সেটি অক্ষুন্ন থাকবে। কোনো প্রকার অবহেলা বা খোঁজ খবর না নেয়ার ঘটনা ঘটবে না। আরও বুঝাতে হবে যে, সামাজিক কুসংস্কারের কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। অতএব সে নির্দ্বিধায় সম্পত্তি নিতে পারবে এবং তা তাকে দিয়েও দিতে হবে। এভাবে বুঝানোর পরও যদি বোন বাবার বাড়ির সম্পত্তি না নেয় বা ভাইকে দিয়ে দেয় তাহলে এই সম্পদ ভোগ করা ভাইয়ের জন্য জায়েজ হবে, অন্যথায় নয়।

গ) ইচ্ছাকৃত বঞ্চিতকরণ

প্রচণ্ড মায়া ও হৃদ্যতায় পরিপূর্ণ ভাই-বোনের সম্পর্ক একসময় গিয়ে স্বার্থের বেড়াজালে বন্দী হয়ে যায়। মা-বাবার ইন্তেকালের পর ভাইয়েরা ওয়ারিশি সম্পত্তি থেকে বোনদের ন্যায্য হিস্যা প্রদান করতে গড়িমসি করেন বা খুব কৌশলে বোনদের বঞ্চিত করেন। যার ফলে কখনো কখনো ভাই-বোনের সম্পর্কে ফাটল ধরে। মারামারি, হানাহানি ও খুন-খারাবি হয়, সামাজিক সালিস-বিচার হয়, কখনো বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ ও গুনাহের কাজ। এর ফলে

কিয়ামতের দিন সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপরাধে দন্ডিত হতে হবে (হোসাইন, ২০০২)। ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানার পরিবর্তে কেবলমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর (নামাজ, রোজা কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় উৎসব) মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে জীবন পরিচালনা করার কারণেই এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার অবতারণা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ শরিয়তের আইন সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন না করে কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া এই যৌক্তিক নীতিমালার সমালোচনা করছে। আবার কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন নিজের মত করে ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে কিংবা সমাজিক রীতিনীতির দোহায় দিয়ে নারীদের বঞ্চিত করছে। যার কোনটিই মুসলিম সমাজের জন্য সুখকর নয়। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়নি বরং নারী পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে নারীর মনে তীব্র পুরুষ বিদ্বেষ জন্ম দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও পারিবারিক বন্ধনে নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে; অথচ তারা একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

> মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পর একে অন্যের সহযোগী। (৯, সুরা আত-তাওবা : ৭১)

পবিত্র কোরআনের বিধান অনুসারে এক ভাই দুই বোনের সমান অংশ বা এক বোন ওয়ারিশ সূত্রে ভাইয়ের অর্ধেক সম্পত্তি পান। বোনের এই ন্যায্য হিস্যা প্রদান করা ভাইয়ের জন্য ফরজ ইবাদত। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি নির্দিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে যথাযথভাবে প্রদান করতে নির্দেশ করেছেন। সুতরাং এটা নিয়ে কোনো প্রকার গড়িমসি করা বা কৌশল গ্রহণ করার সুযোগ নেই। যারা বোনদের প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা যথাযথভাবে আদায় করবেন তাদের জন্য যেমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তেমনি যারা তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করবে না তাদের জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারিও রয়েছে। সুরা নিসায় উত্তরাধিকার বন্টননীতিমালা বিস্তারিত বর্ণনা করার পর এটিকে আল্লাহ তায়ালা তার দেয়া নির্ধারিত সীমারেখা বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

> এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহাসফলতা। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবধ্যতা করবে এবং তাঁর (স্থিরীকৃত) সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যেখানে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (৪, সুরা আন-নিসা : ১৩-১৪)

ঘ) বিধিসম্মত বঞ্চিতকরণ

ইসলামি আইনে নির্ধারিত উত্তরাধিকার থেকে কিছু ক্ষেত্রে ওয়ারিশরা বঞ্চিত হয় (আল-সাজাওয়ান্দি, ১৪৩৯ হি.)। এটি কেবল নারীর ক্ষেত্রে নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই এ জাতীয় ক্ষেত্রে কোনো নারী বঞ্চিত হলে তার উপর অন্যায় বা জুলুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করা সমীচীন হবে না। এ জাতীয় অভিযোগ আনলেও শরীয়তের মানদণ্ডে তা টিকবেনা। নিচে উত্তরাধিকার থেকে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার কতিপয় বৈধ দিক তুলে ধরা হলো:

১. পুত্র পিতাকে অথবা কোনো উত্তরাধিকারী সম্পত্তির মালিককে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত হত্যা করলে হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তিতে প্রাপ্য উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

২. কোনো মুসলিমের ওয়ারিশ মুরতাদ হয়ে গেলে সে তার মুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। আবার কোনো অমুসলিম মুসলমান হওয়ার পর তার অমুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৩. মৃত্যুর সময় জানা না থাকা বা কে আগে এবং কে পরে মারা গিয়েছে তার সঠিক তথ্য জানা না থাকাও উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন জাহাজ ডুবিতে অথবা কোন দালান হতে পড়ে বহু লোক একত্রে মারা গেল। এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তিগণ একজন অপরজনের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। এখানে মনে করতে হবে সকলেই একসংগে মারা গিয়েছে। সুতরাং তাদের সম্পত্তি জীবিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ফারায়েজ মোতাবেক বন্টিত হবে।

সুপারিশসমূহ

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন-২০২৫ এর নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকারের সুপারিশ ও ইসলামি উত্তরাধিকার আইন পর্যালোচনা পূর্বক সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের কিছু সুপারিশ নিচে দেওয়া হলো:

- নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রদত্ত সুপারিশে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সমতার যে সুপারিশ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক প্রমাণিত হওয়ায় এবং সরাসরি কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় কমিশনের সুপারিশমালা থেকে এটি প্রত্যাহার করতে হবে ।
- অনেকে ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিমালা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। তাই, ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার বাস্তবায়ন এবং আইনি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিতভাবে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে অপপ্রচারের প্রতিরোধে সঠিক তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার করতে হবে।
- উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে অনেকে নিরুৎসাহিত হন। তাই, প্রক্রিয়াটি সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উত্তরাধিকার সনদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

- পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে অনেক সময় নারী ইসলাম প্রদত্ত তার উত্তরাধিকার, মাহরানার অধিকার, ভরণপোষণের অধিকার, ডিভোর্সি হলে সন্তানের খোরপোষের অধিকার, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকারসহ নানা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাই, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। ইসলামে নারীর জন্য নির্ধারিত উত্তরাধিকারসহ অন্যান্য অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- উত্তরাধিকার আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দক্ষতা এবং সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে।
- ইসলামি উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে যারা ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার চালায় তাদেরকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। প্রয়োজনে মিথ্যা অভিযোগ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে ইসলামি উত্তরাধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশেষ করে সূরা নিসা: ১১-১২ ও ১৭৬ আয়াতে উত্তরাধিকারের নীতিমালা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। নারী কিংবা পুরুষ প্রত্যেকের জন্য যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামি উত্তরাধিকার আইন কেবল মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের একটি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এই আইন নারী, পুরুষ, শিশু, এমনকি নিকটাত্মীয়দেরও সম্পদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করে, যা সমাজে দুর্বল ও অসহায়দের অধিকার রক্ষায় সহায়ক। এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ এবং বংশানুক্রমিক বৈষম্য হ্রাস পায়। তাই এই আইন প্রতিপালন করা একজন মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য। এই বিধান প্রতিপালন করাকে সূরা নিসা: ১৩-১৪ আয়াতে জান্নাত লাভের উপায় এবং লঙ্ঘন করাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই কারও অভিযোগ, আপত্তি, অসন্তুষ্টি, আবেগ বা আক্রোশের প্রভাবে এই বিধান পরিবর্তন বা নারী-পুরুষের অংশে সমতাকরণের কোনো সুযোগ নেই। সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) এর পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার পর সেই বিষয়ে নিজস্ব অভিমত দেয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়; অন্য কারো কিছু করার থাকে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন মুমিন নারী-পুরুষের জন্য নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার অবিশিষ্ট থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল। (৩৩, সুরা আহযাব : ৩৬)

সুতরাং, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ইসলামি উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজেদের জীবনে এর সঠিক প্রতিফলন ঘটানো, যা ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত

করবে। এই আইনের প্রতি অবহেলা, উপেক্ষা বা বিরুদ্ধাচরণ করা শরীয়তের সুস্পষ্ট লংঘন এবং এর জন্য পরকালে চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্যসূত্র

আজীজ, ম. আ. (১৯৮০). *সহজ ফরায়েজ শিক্ষা.* ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশান্স.

আবুদাউদ, ই. (২০০৬). *আবু দাউদ শরীফ* (Vol. IV). ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন.

আল-আসকালানী, ই. হ. (২০০০). *ফাতহুল বারী* (Vol. XII). রিয়াদ: দারুস সালাম.

আল-কুরআন. (৪:১১). *সূরা আন-নিসা.*

আল-সাজাওয়ান্দি, স. আ.-দ.-র. (১৪৩৯ হি.). *আল-সিরাজিয়া মা'আ আল-কামারিয়া.* করাচি: মাকতাবাহ আল-মাদিনাহ.

আল-হাম্বলী, ই. ই. (১৩৮৯ হি.). *আল-আযব আল-ফায়িদ শারহি উমদাহ আল-ফারিদ* (Vol. I). বয়রুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া.

কারযাভী, ই. আ. (২০২৪). *স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম.* (আ. নওফেল, Trans.) ঢাকা: মক্কা পাবলিকেশন্স.

কাসীর, আ. আ.-ফ. (২০০০). *তাফসীর ইবনে কাসীর (তাফসীরুল কুরআনিল আজীম).* বয়রুত: দার ইবনে হাজাম.

দৈনিক প্রথম আলো. (২০২৫, এপ্রিল ১৯). নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনঃ নারীর জন্য ৩০০ সংরক্ষিত আসন, বিয়ে-তালাক, উত্তরাধিকারে সমান অধিকার দেওয়ার সুপারিশ. ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ. Retrieved এপ্রিল ২০, ২০২৫, from https://www.prothomalo.com/bangladesh/2is7rc4bio

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন. (২০২৫). *নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন.* ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

বুখারী, আ. আ. (২০১২). *বুখারী শরীফ* (Vol. VI). ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ.

মালিক, ই. (২০১৬). *মুওয়াত্তা মালিক* (Vol. II). কায়রু: দারুল আমিন.

শহীদ, স. ক. (২০১১). *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন* (Vol. IV). (হ. ম. আহমদ, Trans.) লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী.

হোসাইন, ম. ম. (২০০২). *আল-কুরআনে নারী* (Vol. I). ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী.